দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের টুকরো খবর

সদ্য প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন স্থানে যেসব কলেজে ফল আশানুরূপ হয়নি এমন কিছু খবর পাঠিয়েছেন ইত্তেফাক সংবাদদাতারা।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের আট কলেজে উত্তীর্ণ হয়নি কেউ

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের আটটি কলেজ থেকে কেউই উত্তীর্ণ হয়নি। কলেজগুলো হলো— রংপুরের পীরগাছা উপজেলার সাতদরগা কলেজ, ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রামপুর কলেজ, নীলফামারী সদর উপজেলার নাগরদারোয়ানী স্কুল এন্ড কলেজ ও জলঢাকা উপজেলার বাগুলাগাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ, লালমনিরহাটের কালিগঞ্জ উপজেলার দুহুলী এসসি হাই স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বুড়াবুড়ি অজিতুল্লাহ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার দলডাঙ্গা স্কুল এন্ড কলেজ এবং দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষীপুর হাই স্কুল এন্ড কলেজ। তবে সব পরীক্ষার্থী পাস করায় শতভাগ পাসের শ্রেণিতে রয়েছে ১১টি কলেজ।

দাউদকান্দিতে সরকারি কলেজের ফলাফলে ধস

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় দাউদকান্দি উপজেলার বেসরকারি কলেজগুলোর ফলাফল ভালো হলেও সরকারি কলেজগুলোতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। জানা যায়, শিক্ষক স্বল্পতা ও শিক্ষকদের উপস্থিতি অনিয়মিত হওয়ার কারণে সরকারি কলেজগুলোর ফলাফলে ধস নেমেছে।

গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ থেকে ৬০৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে মাত্র ২০৫ জন। হাসানপুর শহীদ নজরুল সরকারি কলেজের অবস্থাও করুন। এ কলেজ থেকে ৩৬৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে মাত্র ৯৫ জন। হাসানপুর কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ১৬ জন পরীক্ষা দিয়ে মাত্র দুইজন পাস করেছে। অপরদিকে বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে উপজেলার জুরানপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এ বছর ৫০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে ৪৯৫ জন কৃতকার্য হয়। এর মধ্যে একশ ৪৮ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

নবীনগরেজিপিএ-৫ পায়নি কেউ

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার ৮টি কলেজের একজন পরীক্ষার্থীও জিপিএ-৫ পায়নি। উপজেলার একমাত্র সরকারী কলেজ নবীনগর সরকারি কলেজের ফলাফলও হতাশাব্যঞ্জক। আটটি কলেজের মধ্যে ফলাফলে এর অবস্থান ষষ্ঠ।

নাসিরনগরে এইচএসসির ফলাফল বিপর্যয়

নাসিরনগর উপজেলায় এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে। নাসিরনগর সরকারি বালিকা

এইচএসসি ২০১৬

উচ্চ বিদ্যালয় ও চাতলপাড় ওয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দুইটি কেন্দ্রে মোট ১২১৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৫৯৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে তিনজন। পাসের হার শতকরা ৪৭। নাসিরনগর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আলমগীর পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করে বলেন, বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজীতে দুর্বল হওয়ায় ও ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজমুখী না হওয়ায় ফলাফল এমন হয়েছে।

বড়লেখায় এইচএসসির ফলাফলে বিপর্যয় বড়লেখা

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে। এখানে ১৭৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০২৩ জন। এর মধ্যে তিনটি জিপিএ-৫ পেয়েছে নারী শিক্ষা একাডেমি ডিগ্রি কলেজ। অকৃতকার্য হয়েছেন ৭৬৫ জন। পাসের হার ৫৭%। জিপিএ-৫ না পেলেও গড় পাসের হারে কলেজগুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে সুজানগর পাথারিয়া কলেজ। কলেজটির ৯৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৭৫ জন, পাসের হার ৭৬%।

ঘেড়ায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয়

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রকাশিত ফলাফলে পাবনার বেড়া উপজেলায় বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফলে বিপর্যয় ঘটেছে। এ উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির সাতটি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে একটি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কেউ অংশগ্রহণ করেনি। বাকি ছয়টি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করেছিল ২৯৩ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ১১৮ জন শিক্ষার্থী। যেখানে উপজেলায় মোট পাসের হার ৬৭.৬৩ ভাগ সেখানে বিজ্ঞান বিভাগে এই হার মাত্র ৪০.২৭ ভাগ। এই ১১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র আল হেরা স্কুল এন্ড কলেজের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যাই ৭৬ জন।

লোহাগাড়ায় জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র দুইজন

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৪৬.৬৮। উপজেলার তিনটি কলেজ আলহাজ্ব মোস্তফিজুর রহমান কলেজ, বার আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ও চুনতি মহিলা কলেজ থেকে মোট ১ হাজার ৩০৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করেছে ৫৮৬ জন। এর মধ্যে আলহাজ্ব মোস্তফিজুর রহমান কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে একজন ও বার আউলিয়া ডিগ্রি কলেজে মানবিক বিভাগ থেকে একজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

মনোহরগঞ্জে চারটি কলেজের একটিতেও জিপিএ-৫ নেই

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার চারটি কলেজের কোনো শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়নি। কলেজগুলো হলো— নীলকান্ত ডিগ্রী কলেজ, শাহ-শরিফ ডিগ্রি কলেজ, নাথেরপেটুয়া ডিগ্রি কলেজ ও মনোহরগঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মোট ১ হাজার ২শ ৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭শ ৫৩ শিক্ষার্থী কৃতকার্য ও ৪শ ৯৫ জন ফেল করে। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কেউই জিপিএ-৫ না পাওয়ায় অভিভাবক মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।